ফেডারেশন বার্তা

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Bulletin of All India Federation of Bengali Buddhists)

বর্ষ ১১, সংখ্যা ৪২ ❍ অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং ❍ Website : www.aifbb.org ❍ জুলাই-২০২০/২৫৬৩—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

কোভিড-১৯ ও সমাজ বিবর্তন ঃ পৃথিবীটা হঠাৎ কেমন বদলে গেল। চলমান একটা জনজীবন অকস্মাৎ কেমন স্থবির হয়ে গেল। এমনটাও হয়? অফিস, কল-কারখানা, স্কুল-কলেজ, শপিংমল-রেস্টুরেন্ট, ধোপা-নপিত এমনকি বাস-ট্রাম পর্যন্ত সব বন্ধ। এমন একটা স্থানু সমাজের কথা কি কেউ কখনও ভাবতে পেরেছেন? কিন্তু হয়েছে সেটাই। শুধু আমাদের দেশে নয় গোটা বিশ্বে। বাংলাদেশ, নেপাল, মিয়ানমার, চীন, আমেরিকা, কানাডা, ইটালী, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, নেদারল্যান্ডস কার কথা বলব কার কথা বাদ দেবো? এই যে এক অভূতপূর্ব অবস্থা এর নাম দেওয়া হয়েছে 'লক ডাউন'। চলমান সমাজ জীবনকে যেন তালা বন্ধ করে দেওয়া হোল। কাজকর্ম সব বন্ধ, ঘরে বসে থাকো। এক অভূতপূর্ব অবস্থা, কেন এমন হোল? না এক ভয়ানক মারন ভাইরাসের আবির্ভাব হয়েছে যে কিনা আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাকে পাচ্ছে তাকেই ধরছে। মানুষের শরীরের প্রবেশ করে বাসা বাঁধছে তার গলায়। সেখানে কয়দিন থেকে একটু চাঙ্গা হয়ে চলে যাচ্ছে তার ফুসফুসে। তখন শুরু হচ্ছে শ্বাস কষ্ট। ডাক্তাররা দিশেহারা। এই ভাইরাস তাদের কাছে অপরিচিত। একে কব্জা করার কোন ওষুধ অথবা পদ্ধতি তাদের জানা নেই। আন্দাজে আন্দাজে ওষুধ প্রয়োগ চলছে। ওষুধে কাজ হচ্ছে কি হচ্ছেনা বোঝার আগেই রোগী মারা যাচ্ছে। তাদের চিন্তা যেমন করে হোক সংক্রমণ আটকাতে হবে। তাই মাস্ক-এর ব্যবহার, তাই সোস্যাল ডিস্টেন্সিং, তাও যখন ঠিকঠাক হচ্ছে না তখন একবারে লক ডাউন ঘোষণা কর। নিজেকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখো। বাড়ির বাইরে না বেরুলে, অন্য মানুষের সংস্পর্শে না আসলে সংক্রমণের ভয় নেই। এই হোল সোজা হিসেব। কিন্তু এই দেশের একশো আটত্রিশ কোটি মানুষকে কে বোঝাবে সেই কথা? তোমাকে ঘরে বন্দী থাকতে বলা হচ্ছে তোমার ভালোর জন্য, তোমার প্রতিবেশীর ভালোর জন্য, তোমার দেশের মানুষের ভালোর জন্য। সে কথা তুমি বুঝবেনা? বুঝছে আর কই? তাই প্রশাসনকে কড়া হতে হচ্ছে। তাতেও আপত্তি। পুলিশের সাথে ঝগড়া লেগে যাচ্ছে। এই অজানা অচেনা রোগটির নামকরণ করা হয়েছে 'কভিড-১৯' চলিত কথায় করোনা।

'কভিড-১৯' এর কথা এখন সবাই জানে। বিষয়টা নিয়ে এত আলোচনা, এত লেখালেখি হচ্ছে যে না জেনে আর উপায় নেই। দুরদর্শনে বিশিষ্ট ডাক্তারদের দিয়ে বলানো হচ্ছে। ভালো কথা। আমরা শুনছি। আমরা জানতে পারছি। কিন্তু আশ্চর্য লাগছে সঞ্চালকদের দেখে। বিশিষ্ট জনেদের মাইক

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

শোকাঞ্জলী

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ বোধিপাল ভিক্ষু ২৭শে জুলাই ২০২০ সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে আমরা মর্মাহত। শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি।

সদস্য/সদস্যাবৃন্দ

All India Federation of Bengali Buddhist

কোভিড-১৯ মহামারী এবং ফেডারেশনের ভূমিকা

সবিনয় নিবেদন,

মানব জাতি এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সামনে আজ উপস্থিত হয়েছে। তার অস্তিত্ব রক্ষাই বর্তমানে এক কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন। যখন এই প্রতিবেদন পেশ করছি সে সময়ে পৃথিবীব্যাপী দেড় কোটি মানুষ আজ করোনা রোগে আক্রান্ত এবং সাড়ে ছয় লক্ষ মানুষের এযাবৎ প্রাণহানি হয়েছে। আমাদের দেশের পরিস্থিতিও ভয়াবহ, সাড়ে বারো লক্ষ মানুষ এই মারণ রোগগ্রস্ত এবং প্রায় তিরিশ হাজার মানুষের প্রাণ নিয়েছে করোনা। পশ্চিমবঙ্গেও অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার পেরিয়েছে আর জীবনহানি হয়েছে প্রায় দেড় হাজার মানুষের।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা তথা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব সুদূর প্রসারিত হয়েছে। পৃথিবীর এই কঠিন অসুখে এখন ভরসা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নতুন উদ্ভাবন এবং আবশ্যিকভাবেই সরকারি নির্দেশিকা পালন করা।

এবার আসি "আমফান" মহাঘূর্ণিঝড়ের বিষয়ে। আমরা সবাই জানি যে বিগত ২০শে মে ২০২০ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়ে এই ঘূর্ণিঝড় ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটিয়েছে। প্রায় দুই শতাধিক মানুষের প্রাণহানীসহ লক্ষাধিক মানুষকে করেছে গৃহহীন। চাষাবাদের অপূরনীয় ক্ষতি সৃষ্টিকারী এই বিধ্বংসী ঝড় মানবজীবনকে করেছে চরম হেনস্থা। বিগত একশো বছরের ইতিহাসে বাংলা এরকম মহাঘূর্ণিঝড়ের সম্মুখীন ইতিপূর্বে হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই এই দুই মহাপ্রলয়ে বিধ্বস্ত বাংলার মানুষ সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত।

আজ আমরা All India Federation of Bengali Buddhists-এর সকল সদস্যবৃন্দ এই দুই মহাপ্রলয়ে মৃত বৃক্তিদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। যারা আক্রান্ত তাদের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও সহমর্মিতা। আর যে সকল চিকিৎস, স্বাস্থ্যকর্মী এবং আধিকারিক ও স্বেচ্ছাসেবকরা অক্লান্ত লড়াই করছেন তাদের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যাবাদ।

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

কোভিড-১৯ মহামারি জনিত কারণে "ফেডারেশন বার্তা"-র বুদ্ধ পূর্ণিমা সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়নি, এজন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

—প্রকাশক

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

দেওয়া আর মাইক তুলে নেওয়ার মধ্যে এমন সুক্ষ্ম মুন্সিয়ানা রয়েছে যে দর্শকদের কাছে বক্তব্যটা মোটেই পরিস্কার হচ্ছেনা। সঞ্চালকরা বিশিষ্ট জনেদের কথা ব্যাখ্যা করে দর্শক শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তা না হলে যেন দর্শক শ্রোতারা বিশিষ্ট জনেদের কথা উপলব্ধি করতে পারবেননা। এইটাই বোধহয় চ্যানেল গুলির লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই রেশারেশি করে চলছে চ্যানেলগুলির প্রচার। কোন কোন দুর্মুখ এমন কথাও বলছে যে চ্যানেলগুলি মোটেও সংবাদ প্রচার করছেনা। তারা প্রচার করছে তাদের বক্তব্য। এইসব শুনেতো আমাদের সাধারণ মানুষের ভীষন এক অবস্থা। কোনটা শুনবো, কোনটা শুনবোনা। হঠাৎ শোনা গেল হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন করোনায় ভালো কাজ করছে। নিমেষে বাজারের সব ওষুধ শেষ। পরক্ষণেই শোনা গেল এই ওষুধ মোটেই করোনার প্রতিষেধক নয়। এর সাইড এফেক্ট রয়েছে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এই ওষুধ সেবন করলে বিপদের সম্ভাবনা। বোঝ ঠেলা, বহু মানুষ ওষুধটা খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। এই রোগটার প্রকৃতি নিয়ে ডাক্তারেরা যখন নিজেরাই নিশ্চিন্ত নন, একেক জন ডাক্তার একেক রকম মতামত দিচ্ছেন, সেই মতের গ্রহন যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা চলছে, তখন সাংবাদিকরা সেটা কাগজে ছাপিয়ে দিচ্ছে? তার সত্যতা যাচাই না করে? কারণ তারা প্রথম হতে চায়। সংবাদটা তারাই প্রথম প্রচার করেছে এই গর্ব। এমনটা তারা হামেশাই করছে। তাহলে উপায়? উপায় আছে। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ গৌতম বুদ্ধ আমাদের সে কথা বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'আত্মদীপ ভব'। অর্থাৎ 'আপনারে দীপ করি জ্বালো, আপন যাত্রাপথে আপনাকে দিতে হবে আলো'। তিনি বলেছেন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলছেন বলেই বিষয়টা গ্রহণ কোরনা, এমন কি কোন মুল্যবান গ্রন্থে উল্লিখিত রয়েছে বলেও গ্রহণ করোনা, বহুকালীন প্রথা চলে আসছে বলেও গ্রহণ কোরনা, তোমার নিজের জ্ঞানের আলোকে বিচার করে যদি তাকে গ্রহণযোগ্য মনে হয় তবেই গ্রহণ কোরো। কি সাঙ্ঘাতিক কথা! এখন চিন্তা কর বাতাসে করোনার বীজানু উড়ে বেড়াচ্ছে। আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছিনা। তাহলে উপায়? উপায় বাড়ির থেকে না বেরুনো। বাড়িতে কেউ এলে তার থেকে যাতে কোনো সংক্রমন না ছড়ায় সেই দিকে যত্নবান হওয়া। নিজেকে যদি বাড়ির বাইরে বেরুতে হয় তাহলে উপযুক্ত প্রোটেকশন নিয়ে তবেই বেরুনো, সেটাই যুক্তি যুক্ত নয় কি? নয়তো বাবা রামদেব সাংবাদিক সম্মেলন করে কি একটা আয়ুবেদিক ওষুধ আবিষ্কারের গল্প বলল আর দৌড়ে গিয়ে সেটা যোগাড় করা? গোল্লায় যাক রামদেবের আয়ুর্বেদিক ওষুধ। উত্তর প্রদেশের গো-বলয়ের কিছু মানুষ ঘোষনা করল গো-মূত্রে করোনা সারে। অমনি গো-মুত্র পানে রত হওয়া? গোল্লায় যাক গো-মুত্র সেবন। কিছু হোমিওপ্যথি অনুরাগী বলতে শুরু করল হোমিওপ্যাথিতে করোনার ওষুধ রয়েছে। রয়েছেতো রয়েছে। আগে সেটা চিহ্নিত করা। রোগটাতো সম্পূর্ণ নতুন। এর ওষুধ বের করতেওতো সময় লাগবে। বিজ্ঞানীরা সেই চেষ্টা করছে। তারা চেষ্টা করুক। আমরা তাদের আবিষ্কারের অপেক্ষায় থাকি আর এখন নিজেকে সেফ রাখার চেষ্টা করি। শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করি। সাধারণ যুক্তিতো সে কথাই বলছে।

'কভিড-১৯' বা করোনা সংক্রমণ এখন যে এক জাতীয় সমস্যা সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সাধারণ মানুষ নিজেকে ঘর বন্দী করে রাখতে পারছেনা। তার অসুবিধা হচ্ছে। নানান রকমের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা হচ্ছে। কেউ কেউ অবসাদ গ্রস্ত হয়ে পরছে। কেউ কেউ আবার হিংস্র হয়ে উঠছে। পরিবারে দুর্বলতম মানুষ, স্ত্রী ছেলে-মেয়ের উপর তার বিরূপ প্রভাব পরছে। বিষয়টা উড়িয়ে দেওয়ার মতন ব্যাপার নয়। মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের একটু ভেবে দেখা উচিত। সব থেকে ভালো ব্যাপার হোল পছন্দসই কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করা। কিন্তু পছন্দসই বিষয়টা কি? সেটাই খুঁজে বার করতে হবে। নিজে নিজে যদি খুঁজে পাওয়া যায় তো ভালো, না হয়তো মনস্তাত্ত্বিক বন্ধুরা আছে; তারা সাহায্য করুক। চায়ের দোকানে আড্ডা মারার দিন শেষ। পরিবারের সঙ্গে থাকো, কর্ম জগতে ব্যস্ত থাকো, ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে কাজ কর, টিভি দেখো, কিন্তু পাড়ায় অথবা চায়ের দোকানে আড্ডা সেটা বোধহয় বন্ধ হয়ে গেল। এর ভালো মন্দ দুটো দিকই রয়েছে। সে বিষয়ে আলোচনায় নাইবা গেলাম। চোখের সামনে জাপান দেশটা দেখছি। সেখানকার মানুষ সদা কর্মব্যস্ত। ওদের আড্ডা মারার সুযোগটাই নেই। অথচ জাতটা সব বিষয়ে কত উন্নত। শুধু মাত্র শিল্প, বিজ্ঞান বা কারিগরিতে নয়, সাহিত্য, আর্ট, কালচার, খেলাধুলা সব বিষয়েই তারা উন্নত। তাহলে আড্ডা বন্ধ হয়ে গেলে একটা জাতি অধঃপাতে চলে যাবে এমনটা মানা যায়না। আমাদের অসুবিধা হবে ঠিকই, কষ্টও হবে, তবে সেটা অভ্যাস ভঙ্গের। দীর্ঘ দিনের অভ্যাসের। সেই অভ্যাস ভেঙ্গে বেরুনোর কষ্ট। আমাদের বুঝতে হবে সমাজে একটা বিপুল পরিবর্তন আসছে। মাস্ক শুধু করোনার জন্য নয়। এটা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার একটা অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশেতো করোনার প্রকোপ দেখা দেওয়ার অনেক আগে থেকেই মানুষ মাস্ক ব্যবহার করে। কালক্রমে এটাও পোষাকের একটা অঙ্গ হয়ে উঠবে। তার লক্ষন ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। ফ্যাসান ডিজাইনাররা বর-কণের পোষাকের সাথে মাস্কেরও ডিজাইন করতে শুরু করে দিয়েছে।

সমাজ জীবনে যে একটা পরিবর্তন আসছে সেটা কেমন দেখা যাক। স্কুল কলেজে এখন আর যেতে হচ্ছেনা সেখানে অন-লাইন ক্লাস হচ্ছে। নীচু ক্লাশের ছাত্ররা দেখা যাচ্ছে তাতে বেশ সড়গড়ও হয়ে উঠছে। ক্লাশ রুম পঠন কি হবে বা কেমন হবে তার কোন সুষ্ঠ রূপরেখা এখনো তৈরী হয়নি। অফিসে ওয়ার্ক ফ্রম হোম কালচার শুরু হয়েছে। দশটা পাঁচটা অফিস করার দিন শেষ। কোনো একটা বিশেষ কাজ একটা নির্দিষ্ট সময়ে তুলে দিতে হবে, সে অফিসে গিয়েই হোক অথবা বাড়িতে বসে। এখানে কাজটা ম্যাটার করছে, হাজিরা নয়। জন সমাবেশ করে মিটিং? সেটি আর হচ্ছেনা। এখন হচ্ছে ভার্চুয়াল মিটিং। বক্তা ফেসবুকে তার বক্তব্য বলবে আর স্রোতারা ফেসবুক খুলে সেটা শুনবে। ব্যাপারটা ভালো নয়কি? রাস্তায় জানজট, ট্রেন বাসে বাদুড় ঝোলা, এসব আর নয়।

ভালো খুবই ভালো। মাইকে দাপিয়ে বেড়ানোর দিনও শেষ। আলোচনা সভাও হচ্ছে ফেসবুকে। অনেক ভাইবোন সবাই মিলে মা-বাবার উদ্দেশ্যে সঙ্ঘদান করছে। কারুর কোথাও যাবার দরকার নেই। ভিক্ষু বিহারে বসেই সুত্রপাঠ করছেন আর সবাই নিজের নিজের বাড়িতে বসে ফেসবুকে সেই মন্ত্র শ্রবণ করছে, পাত্রে জল ঢালছে। বিষয়টা অভিনব নয় কি? বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অন লাইন আলোচনা সভা হচ্ছে। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বক্তারা বাড়িতে বসেই বলছেন আর তা স্রোতারা ঘরে বসে শ্রবণ করছেন। সঞ্চালক বক্তাদের পরিচিত করিয়ে দিচ্ছেন, বিষয়ের কিছুটা ব্যাখ্যাও দিচ্ছেন। হলে বসে বক্তৃতা দেওয়ার দিন এখন আর নেই।

লকডাউনের ধাক্কায় আরো যেসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হোল পত্র-পত্রিকা প্রকাশন। লক ডাউনের তিন মাস কাল যাবৎ সমস্ত প্রেস বন্ধ, কাজেই পত্রিকার দপ্তরও বন্ধ। কিন্তু লেখকের লেখনী তো আর থেমে নেই। সেখানে লক ডাউনও নেই। সমাজের এই বিবর্তনের কালে লেখকদের কল্পনা শক্তিও ডানা মেলছে। অথচ তা প্রকাশের মাধ্যম নেই। কারণ পত্র-পত্রিকা সব বন্ধ। অত্যঃপর লেখককুলের সৃজনী প্রবাহ গতানুগতিক পথ পরিবর্তন করলো। শুরু হোল এক নতুন যাত্রা—অনলাইন পত্রিকা। পত্রিকার পিডিএফ কপি গ্রাহকদের কাছে মেল যোগে চলে গেল। না রইল পত্রিকা প্রিন্ট করার ঝামেলা, না রইল ক্যুরিয়ার করার সমস্যা। আধুনিক তরুণ সমাজ হাতের মোবাইলেই মেল খুলে পড়ে নিলো। ছোট পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রে করোনা সংক্রমণ কালে শুরু হোল এক নতুন অভিযাত্রা।

করোনা উদ্ভুত পরিস্থিতিতে হাসি খুশী চলমান আমাদের এই সমাজের অকস্মাৎ যে বেসামাল পরিণতির চিত্র ফুটে উঠেছে তা আবাল বৃদ্ধ বণিতা

সবাইকে ভীষন ভাবে নাড়া দিয়েছে। হকার বন্ধুদের রুজি রোজগার বন্ধ, অটো চালকেরা কর্মহীন, শ্রমিক শ্রেণীর মানুষদের অসহায় অবস্থা—এই সব চিত্র আমাদের মনে রেখাপাত করেছে সন্দেহ নেই। ব্যক্তিগত স্তরে অনেকেই সাধ্যমতো সাহায্য করেছেনও। সে সব কাহিনী আমাদের গোচরে এসেছে। তবে পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশার কথা সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মনের গভীরে এমন ভাবে নাড়া দিয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। হঠাৎ বেরোজগার হয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে বিদেশ-বিভুইয়ে তারা যে কি ভয়ানক অবস্থায় পতিত হয়ে ছিল তা কল্পনা করে কত শত মানুষের প্রাণ যে কেঁদে উঠেছিল তার সঠিক হিসাব আমরা রাখিনা। কত সাধারণ মানুষ নিজে উদ্যোগী হয়ে তাদের খাদ্য সামগ্রী বিলি করেছে, পাড়ায় পাড়ায় কত কম্যুনিটি কিচেন তৈরী হয়েছে, তারও ঠিক নেই। এর কিছু কিছু সংবাদ সংবাদপত্র মারফত আমরা জ্ঞাত হয়েছি। জেনেছি যে এ সবই হয়েছে মানুষের নিঃস্বার্থ ব্যক্তিগত দানে। মানুষের চরিত্রের এই কোমল করুন দৃশ্য আমরা অবলোকন করেছি। ধন্যবাদ করোনা তোমার কারণে আমরা নিজেদের আবার নতুন করে চিনলাম। ব্যক্তি স্বার্থের পুরু আবরনের তলায় চাপা পড়ে থাকা মানবিক মুখ গুলি উন্মোচিত হোল, মনুষ্য জীবনকে স্বার্থক করে তুললো। কোন রাজনৈতিক চেতনা থেকে মানুষ এ কাজ করেনি। করেছে নিজের মানবিক তাড়নায়।

করোনা, তোমার জন্ম-রহস্য এখনো উদ্‌ঘাটিত হয়নি। নানা মত নানা তথ্য আমাদের কাছে আসছে। তা সে যাই হোক না কেন, আমরা যতই তোমাকে ভয় পাই না কেন, এখন আমরা বুঝতে পারছি যে তুমি ক্ষণিকের অতিথি নও। আমাদের মাঝে তুমি স্থায়ী ভাবেই আসন পেতেছো। বেশ, তুমি থাকো তোমার জগত নিয়ে। আমরা থাকবো দুরে দুরে। তোমার থেকে দুরে থাকার জন্য আমরা মাস্ক ব্যবহার করছি, আমরা স্যানিটাইজার ব্যবহার করছি, আমরা সামাজিক দুরত্ব রক্ষা করছি। এই ভাবেই আমরা থাকি আমাদের মতো আর তুমি থাকো তোমার মতো। তবে একটা কথা ঠিকই যে তুমি আমাদের ভীষন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে ভাবে তুমি মানুষকে আক্রমণ করেছিলে যে, মানুষ তোমার কাছে প্রায় আত্মসমর্পন করে ফেলেছিল। চিন, ইটালী, আমেরিকা, জার্মানী, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস প্রভৃতি দেশগুলিতে সংক্রমন ও মৃত্যুহার লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। বেড়েছে আমাদের দেশেও। রোগটা প্রতিহত করার উপায় নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হলে তো রোগ ছড়াবেই, কিছু করার থাকবেনা। কিন্তু প্রশাসনকে তো একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রদীপ জ্বালিয়ে অথবা থালা বাজিয়ে কি ভাইরাস আটকানো যায়? যায় না। খোলাঘরে শিশুরা খেলতে খেলতে এমন যা খুশি ভাবতে পারে। কিন্তু বড়োরা? বড়োরা যদি এইরকম ভাবে তাহলে তো তার হাতে আমাদের সমূহ বিপদ। কিন্তু তুমি সত্যি একটা বড় উপকার করে দিয়েছো। এমন একটা সময়ে তোমার আবির্ভাব হোল যখন আমাদের সমাজ অর্থনৈতিক ভাবে বা সামাজিক ভাবে এক স্থিতিশীল অবস্থায় পরিণত হয়েছিল। এগুনোর কোন রাস্তা নেই, নতুন কোন ভাবনা নেই। ঠিক এই সময়ে তুমি এলে, একেবার খুঁটি ধরে নাড়িয়ে দিলে। উঁচু স্তরের ধনী মানুষেরা, কর্পোরেট সেক্টরের লোকজন, রাজনীতিজ্ঞ থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ সবাইকে সমান ভাবে আঘাত করেছো। এর থেকে বেরুনোর পথ খুঁজে নিতে হচ্ছে। হয়ত তা পেয়েও যাবো। হয়ত তার অঙ্কুরোদ্‌গম শুরু হয়ে গেছে। এখন দেখা যাক নব জাগরন কালে পরিবর্তনের কোন মুখ আমাদের কাছে ধরা দেয়?

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক আবেদন আমাদের প্রকাশনা ফাণ্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

● বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার পরমপূজ্য ১২তম সংঘরাজ শ্রীমৎ ধর্মসেন মহাস্থবির বিগত ২০শে মার্চ ২০২০ চট্টগ্রামে প্রয়াত হন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি ছিলেন তাঁর জন্মস্থান উনাইনপুরাগ্রামের লংকারাম বিহারের অধ্যক্ষ। বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতি এবং শাস্ত্রের এই প্রাজ্ঞ ভিক্ষু দেশ-বিদেশে বহুবিধ সম্মাননায় অলংকৃত হন, যার মধ্যে ত্রিপিটক সাহিত্য চক্রবর্তী এবং মায়নমার সরকারের "অগ্গমহাসদ্ধর্মজাতিকধজ" উল্লেখযোগ্য। আমরা All India Federation of Bengali Buddhist-এর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করি।

● বাংলাদেশের ২৮তম সংঘনায়ক শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ মহাথের ৮৭ বছর বয়সে বিগত ৩রা মার্চ ২০২০ ঢাকায় পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন বাংলদেশ কৃষ্টি প্রচার সংঘের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। মানবকল্যানে নিবেদিতপ্রাণ এই সাঙ্ঘিক ব্যক্তি দেশ-বিদেশে নানাবিধ সম্মানে ভূষিত হন। সমগ্র জীবনব্যাপী জনকল্যানমূলক কার্যক্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে তাঁকে 'অমর একুশে পদকে" সম্মানিত করে। এছাড়াও তিনি "অতীশ দীপংকর স্বর্ণপদক", "মহাত্মা গান্ধী পদক", "শান্তিপদক" প্রভৃতি সম্মাননা লাভ করেন। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এই মহান ভিক্ষুকে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

● বাংলাদেশের রাজগুরু শ্রীমৎ উপঞ্ঞগ জোত মহাথের (উছলা ভান্তে) মাত্র ৬৪ বৎসর বয়সে বিগত ১৩ই এপ্রিল ২০২০ চট্টগ্রামে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন বান্দরবনের "খিয়া উয়া কিয়ং রাজবিহারের" অধ্যক্ষ। বান্দরবান "বোমাং রাজ পরিবারের" এই উচ্চশিক্ষিত ভিক্ষুর অকাল প্রায়ানে পার্বত্য চট্টগ্রামে বুদ্ধ চর্চায় এক বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি হল। মায়নমার সরকার এই প্রাজ্ঞ ভিক্ষুকে" সদ্ধর্ম জ্যোতিক ধজ" সম্মানে অলংকৃত করেন। সংগঠনের সদস্যবৃন্দ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছে।

● বাংলাদেশের চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলাস্থ "মহাবোধি বিহারের" তথা "মহাবোধি কিন্ডারগার্ডেন স্কুল এন্ড কলেজের" অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ জিনানন্দ মহাস্থবির বিগত ২৩শে জুলাই ২০২০ চট্টগ্রামে প্রয়াত হয়েছেন। চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে এই কর্মবীর সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্ব বুদ্ধের শিক্ষার প্রচার-প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রতি আমাদের বন্দনা জ্ঞাপন করি।

● চট্টগ্রামের বান্দরবন অঞ্চলের প্রখ্যাত সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্ব শ্রীমৎ জ্ঞান প্রিয় মহাথের মাত্র ৬৬ বৎসর বয়সে সম্প্রতি প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন পটারি রোড বুদ্ধ বিহারের একজন শুভাকাঙ্খী। মহাথের মহোদয়ের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

ফেডারেশন বার্তার কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী নবারুন বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, **প্রকাশক**—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া, **সাধারণ সম্পাদক**—নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন।

গ্রন্থ সমালোচনা

গ্রন্থ ঃ প্রজ্ঞালোক স্মারক সংখ্যা
সম্পাদক ঃ সুমনপাল ভিক্ষু
প্রকাশক ঃ প্রজ্ঞালোক বিহার, বালি বেলুড় বুদ্ধ সমিতি
প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর, ২০১৮
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ২২৪
মূল্য ঃ ৩০০ টাকা (তিনশত টাকা)

" যে জাতির অনুচিকীর্ষা নাই, কর্ম্মে উদ্দীপনা নাই, প্রাণে উৎসাহ নাই, মনে আনন্দ নাই; অভাবের ব্যথা সে জাতিকে চিরদিন ভোগ করিতেই হইবে।"

—অগ্গমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির

উদ্ধিতিটি কেবলমাত্র বৌদ্ধ বড়ুয়া, মুৎসুদ্দী কিংবা চৌধুরীদের উদ্দেশ্যে নয়, সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির। পর কে ব্যথা দিতে গেলে নিজেকেও ব্যথা পেতে হয় অনুসন্ধিৎসা ও কুৎসা প্রচারের প্রবৃত্তি দূর করতে পারলে উন্নতি হবে। স্বাভাবিক সুনির্মল দৃষ্টি মানব সমাজ ফিরে পাবে। —এই ছিল মহাস্থবিরের বক্তব্য।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বোয়ালখালি থানার অন্তর্গত বৈদ্যপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা নাগরচাঁদ বড়ুয়া ও মাতা সুভদ্রা দেবী তাঁদের নবজাতক কনিষ্ঠ সন্তানের নাম রাখলেন ধর্মরাজ। ২০ বৎসর বয়সে পিতা-মাতার অনুমতিক্রমে আচার্য পুর্ণাচার মহাস্থবিরের কাছে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা ও উপসম্পদা লাভ করেন। তখন তাঁর গুরুদত্ত নাম হয় 'প্রজ্ঞারত্ন শ্রামণ'। গুরুদেবের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২৩ বছসর বয়সে তিনি বার্মার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ধর্ম বিনয়ের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও গৌরব রক্ষার্থে উ. সাগর মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে তিনি পুনঃরায় উপসম্পদা গ্রহণ করেন এবং গুরুদত্ত 'প্রজ্ঞালোক ভিক্ষু' নামে পরিচিত হন সমাজে। কিছু বছর বার্মাতে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যায়ন করে প্রজ্ঞালোক স্থবির ফিরে আসেন স্বদেশে সদ্ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। কর্মযোগী এই মহাস্থবির সারা জীবন ধরে বহু কর্ম সম্পাদন করেছন। কেবলমাত্র ভিক্ষুব্রত পালনই নয়, কখনও আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে উজার করে দিয়েছেন। নিজের যা কিছু উপার্জন সমস্তই তিনি সেবার কাজে দান করেছেন। আবার কখনও তিনি মগ্ন থেকেছেন সাহিত্য সাধনায়। রচনা করেছেন ভিক্খু কর্তব্য, গৃহী কর্তব্য, পালি ভাষা শিক্ষা, বুদ্ধের যোগনীতি, হস্ত মালিকা, রত্নমালা বিশোধনী, ষড়ায়তন সূত্র প্রভৃতি প্রচুর সংখ্যক বই। আবার কখনও বিহার প্রতিষ্ঠায় (অরণ্য বনাশ্রম, সুদর্শন বিহার, ধর্মদূত বিহার ইত্যাদি) নিজের উপার্জিত সমস্ত অর্থ দান করেছেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে ওঠে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেস'। সদ্ধর্ম প্রচার প্রসার এবং সংরক্ষণের জন্য তিনি তৈরী করেছেন সুমনাচার আর্যবংশ, জিনবোধি, বোধিমিত্র প্রমুখ দিক্‌পাল উত্তরসূরীদের। মহাস্থবিরের প্রাজ্ঞল ভাষণ ও কর্ম প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে সমাজের বহুমানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। বার্মায় অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসংগায়নে তিনি যোগদান করেন। এই মহাসম্মেলনের প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি ত্রিপিটক সংস্করণের কাজ করেন। তিনি কত বড় মহাপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন বার্মায় অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ মহাসংগায়নে যোগদানই তার উজ্জ্বল নিদর্শন। পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির তাঁর 'বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন' গ্রন্থে প্রজ্ঞালোক স্থবির সম্পর্কে বলেছেন " তিনি একজন যথার্থ ভিক্ষু ছিলেন। সারা জীবনে শ্রদ্ধাদান, গ্রন্থাদির মূল্য, প্রেসের আয় স্বরূপ যত অর্থ উপার্জিত হইয়াছে, নিজের জন্য তিনি এক পয়সাও ব্যয় করেন নাই। সমস্তই সদ্ধর্মের হিতার্থে ব্যয় করিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ টাকার আদান-প্রদান করিলেও তিনি কখনোও স্বহস্তে টাকা-পয়সা স্পর্শ করেন নাই। শেষের দিকে প্রতি বৎসর জন্ম তিথি উপলক্ষে ৩১শে ডিসেম্বর এক মহাদানের অনুষ্ঠান করিতেন। ঐদিন সারা বৎসরের সঞ্চয় ভিক্ষুসংঘকে দান করিয়া তিনি রিক্ত হস্ত হইতেন।"

অগ্গমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের ১৩৯ তম জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'প্রজ্ঞালোক স্মারক সংখ্যা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত মোট ৪২টি প্রবন্ধ আছে। এর মধ্যে ৩৪টি বাংলা এবং ৮টি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। বাংলা ভাষায় লিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'কম্ম-সাধনায় জড়তা' ও 'দুঃখের জন্ম কোথায়?' প্রবন্ধ দুইটি প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের রচনা এবং দুইটি প্রবন্ধই 'সঙ্ঘ-শক্তি' নামক পুরানো প্রবন্ধ সংখ্যা থেকে পুনমুর্দ্রিত। অসাধারণ প্রবন্ধদ্বয়। সমাজ সংগঠক সর্বত্যাগী ও শীলবান সাধক খুবই অল্পমাত্র বাক্যের মাধ্যমে মানব জীবনের সারবস্তুকে তুলে ধরেছেন পাঠক সমাজের কাছে। "প্রাণী মাত্রেই অহরহ জন্মদুঃখ-জ্বরা দুঃখ-ব্যাধি দুঃখ-অপ্রিয় মিলন দুঃখ-প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ-ইচ্ছামত অলাভে দুঃখ-পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ এই আট প্রকার দুখে যে জর্জরিত হইতেছে, এই দুঃখের জনক কে? কম্মই দুঃখের জনক, অবিদ্যা-তৃষ্ণা-আসক্তি দুঃখের জননী।" সত্যই তো সকল দুঃখের মূলে আমাদের লোভ-কাম-লালসা। তাই তিনি 'কম্ম-সাধনায় জড়তা' প্রবন্ধে বলেছেন নৈষ্কর্ম্ম-সাধনায় অভিভূত না হয়ে কর্ম্ম-সাধনায় মননিবেশ করতে। গ্রন্থটির প্রতিটি প্রবন্ধই সুন্দর এবং তথ্য সম্বলিত। বতর্মান বিশ্বের অস্থির ও উত্তাল পরিবেশে সুনীতি কুমার পাঠক মহাশয়ের 'সাম্প্রতিক বিশ্বের অস্থিরতা ও শ্রাবকযানীয় বুদ্ধ ভাবনা' প্রবন্ধটি খুবই প্রাসঙ্গিক। প্রকৃত শান্তির একমাত্র পথই হল বুদ্ধনির্দেশিত মধ্যম মার্গে ব্রতী হওয়া।

পরিশেষে বলা যায়, সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু সত্যপাল মহাস্থবির, বিনয়শ্রী ভিক্ষু, জিনরত্ন ভিক্ষু, অভিজিৎ চৌধুরী, স্বপন বড়ুয়া চৌধুরী মহাশয় প্রমুখ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণের শুভেচ্ছা বাণী গ্রন্থটিকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলেছে। আশারাখি প্রবন্ধগুলো পড়ে মহান শীলবান সাধক প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে পাঠক সমাজ যা সদ্ধর্মের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

কোভিড-১৯ মহামারী ১ম পাতার পর

এই জটিল পরিস্থিতিতে আশার বানী এই যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গবেষণালব্ধ ফল আশানুরূপ হয়েছে। প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে এ বছরের মধ্যে "কোভিট-১৯" এর প্রতিষেধক বাজারে আসবে।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা পটারি রোড বুদ্ধ বিহারকে কেন্দ্র করে সকল ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছি যথাযত স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং অবশ্যই অনাড়ম্বর ভাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আমরা বৈদ্যুতিন মাধ্যমকে অবলম্বন করে বুদ্ধ জয়ন্তী এবং রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনে সক্ষম হয়েছি। একই সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতা বজায় রাখতে সদস্যগণের স্বতঃস্ফূর্ত আর্থিক সাহায্যে ''West Bengal State Relief Fund''-এ একান্ন হাজার টাকা অনুদান দিতে সক্ষম হয়েছি। এ ব্যতীত বিগত ৭ই মে এবং ২১শে জুন ২০২০ দু-দফায় পটারি রোডস্থ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল প্রায় দুশো জন মানুষকে কিছু খাদ্যসামগ্রী তুলে দিয়েছি। আশারাখি আগামী দিনে আরও কিছু মানুষকে আমরা সাহায্য করতে পারব। সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই সাবধানে থাকবেন। শুভেচ্ছা সহ—

নিবেদক
সুজিত কুমার বড়ুয়া
সাধারণ সম্পাদক
All India Federation of Bengali Buddhists

Buddha's Message Highlighted in India's Celebration of the First Turning of the Wheel of Dharma

The International Buddhist Confederation (IBC), in partnership with India's Ministry of Culture, on 4 July celebrated the holiday marking the Buddha's first teachings after his awakening, known throughout Buddhism as the "Turning of the Wheel of Dharma" (Pali: Dhammacakkappavattana). The event featured India's president, Ram Nath Kovind, along with Buddhist and political leaders from India and beyond at Rashtrapati Bhavan, the president's official residence in New Delhi.

In his statements, Kovind Stated that the Buddha's life and teachings remain as relevant as ever. "We all know that the moment the virulence of coronavirus slows down, we have a far more serious challenge of climate change before us," Ram Nath Kovind said. "Today, as the pandemic ravages human lives and economies across the globe, [the] Buddha's message serves like a beacon. He advised people to shun greed, hatred, violence, jealousy, and many other vices to find happiness. Contrast this message with the hankering of an unrepentant mankind indulging in the same old violence and degradation of nature."

Kovind also noted the Buddha's respect for intellectual liberalism and spiritual diversity as a hallmark of Indian religious thought. Kovind stated that two of India's most influential 20th century thinkers, Mahatma Gandhi (1869-1948) and B. R. Ambedkar (1891-1956), were inspired in part by the Buddha. "Following in their footsteps, we should strive to hear the call of the Buddha, to respond to his invitation to walk the noble path."

The holiday, known in India as Dharma Chakra Day, falls on the full moon in June or July. Also known as Esala Poya in Sri Lanka and Asanha Bucha in Thailand, it is widely regarded as the second most sacred day for Buddhists after the Buddha Purnima or Vesak, celebrated on the full moon in April or May.

Also starting on this day, for Buddhists who observe the tradition, is the "rains retreat" (varsha vassa), when monastics primarily reside in one place for three months as a way to reduce the harm caused by traveling during the rainy season, in which insects proliferate and would be stepped on by traveling mendicants.

Due to the ongoing COVID-19 pandemic, the event was held with only small groups gathered in each place, with attendees wearing masks, and a live stream available for people across the world to take part virtually.

Kovind praised the conference organizers for going forward with the event in its virtual format. "The world has suffered much this year, and I sincerely wish that this sacred day heralds a new ray of hope and grants a glimpse of happiness. I also pray that it lights the lamp of wisdom in the heart of everyone," Kovind concluded.

Buddhist monks demand UNESCO excavation of Ram Janmabhoomi

The decades-old Ayodhya dispute was settled in November 2019 when the Supreme Court had pronounced the verdict, handing over the possession of the disputed land to the deity Ram Lalla, one of the three litigants in the case. However, the followers of Buddhism consider Ayodhya as the ancient city of Saket that was the centre of Buddhism in ancient times.

The Buddhist monks staged a sit-in and fast protest outside the office of the Ayodhya district magistrate on 14th. July2020 and claimed that the Ram Janmabhoomi premises was a Buddhist site and demanded that the excavation of the place should be done by the UNESCO.

The monks have claimed that the items those were unearthed during the levelling of the land of the Ram Janmabhoomi site belong to Buddhist culture and they must be made public. They also demanded that the construction work of the Ram temple must be stopped immediately.

"We have sent our memorandums to the president, chief justice of India and also to other government agencies through the Ayodhya administration," a Azad Baudh Dharm Sena member said.

Faizabad City Magistrate S.P. Singh said "We have received the memorandum of Buddhist leaders and we will be sending it to the persons addressed,". He further added "On our assurances, the Buddhist community has called off its sit-in and fast."

However, the Sena member mentioned "If the construction of the Ram temple is not stopped within a month and the premises not assigned to the UNESCO for excavation, then we will again start our movement".

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act-এর আওতাভুক্ত(জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা ক(ক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং র(ণাবে(ণের দায়িত্ব দেওয়া হউক "Archaeological Survey of India"কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের ''The Bodh Gaya Temple Act"—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং মহাবোধি মহাবিহার বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, তথা Management Committe-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধ জনজাতিদের (ST-Magh) শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রত্রি(য়া ত্বরান্বিত করা হউক।

(চ) সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গু(ত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

জাতক সিরিজ-৩য় সংখ্যা (অপণ্ণক বগ্গ)

সেরি বাণিজ্য-জাতক

ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীনগরে অবস্থান কালে একজন দুর্বল প্রকৃতির (হীনবীর্য্য) ভিক্ষুকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে ভিক্ষুদের অনুরোধে সেরি বাণিজ্য জাতক উপাখ্যান বলেছিলেন।

কথিত আছে এক ব্যক্তি সাধনা ত্যাগ করে বিহারে ফিরে এলে অপর ভিক্ষুরা তাঁকে শাস্তার কাছে নিয়ে যায়। শাস্তা বললেন, "এই মার্গফলপ্রদ শাসনে প্রবিষ্ট হয়ে যদি তুমি উৎসাহ পরিত্যাগ কর, তবে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের সুবর্ণপাত্র থেকে বঞ্চিত হয়ে সৌর বণিকের যে দুর্দ্দশা হয়েছিল, তোমারও সেইরূপ হবে।" অন্যান্য ভিক্ষুরা শাস্তার কথা কিছু বুঝতে না পেরে সবিস্তারে বলার জন্য শাস্তাকে অনুরোধ জানালো। শাস্তাও অতীত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন ঃ—

পুরাকালে, বতর্মান সময়ের চারিকল্প পূর্বে বোধিসত্ত্ব সেরিব নামক রাজ্যে ফেরিওয়ালার কাজ করতেন। তখন তাঁর নাম ছিল 'সেরিবান্'। সে ছিল অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ ও দয়াশীল মানুষ। অপর দিকে সেরিবা নামে অপর এক ফেরিওয়ালা সেই রাজ্যে বসবাস করত। সে ছিল খুব লোভী ও অসৎ। একদিন সেরিবান্ ও সেরিবা অন্ধপুর নগরে বাণিজ্য করতে যান। তখন তাঁদের মধ্যে চুক্তি হয় একই পথে দু'জনেই পরপর ফেরি করতে পারবে। প্রথমে যাবে সেরিবা তারপর সেই পথে বাণিজ্য করতে যাবে সেরিবান্। দুজনেই এই মত মেনে নিল।

অন্ধপুরে পূর্বে এক অতুলসম্পত্তিশালী শ্রেষ্ঠী পরিবার বাস করত। কালে কমলার কোপে পড়ে বর্তমানে অতি দরিদ্র অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। এই পরিবারে এখন সদস্য সংখ্যা এক বৃদ্ধাপিতামহী ও একটি বালিকা। ওঁরা প্রতিবেশীর বাড়ীতে কাজকর্ম করে অতি কষ্টে দিনপাত করে।

একদিন লোভী সেরিবা তাঁদের বাড়ির পাশ দিয়ে 'কলসী চাই, কলসী চাই' বলতে বলতে যাচ্ছিল। তা শুনে ছোট্ট বালিকাটি তা পিতামহীর কাছে কিছু কিনে দেওয়ার জন্য বায়না ধরল। অবশেষে বালিকাটি একটি পুরানো সোনার বাসন এনে বলল 'এ তো আমাদের কোনো কাজে আসে না। এটা দিয়ে কিছু কিনে দাও।' বাসনটির উপর বহুদিনের ময়লা জমা ছিল। তাই সোনার বাসন বলে মনে হত না। লোভী সেরিবা বাসনটি দেখেই চিনতে পারল। কিন্তু সে ভাবল কিছু না দিয়েই সুবর্ণ বাসনটি হাতিয়ে নেব। তাই সে বাসনটি নিচের ফেলে দিয়ে বলল 'এর আর কি দাম। সিকি পয়সাও হবে না।' মনে মনে ভাবল পরে এসে বাসনটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে চলে যাব। এই ভেবে সে ঐ স্থান ত্যাগ করল।

একটু সময় পরেই এলেন ফেরিওয়ালা বোধিসত্ত্ব। তিনিও একই ভাবে 'কলসী চাই' বলে হাঁকাতেই ছোট্ট বালিকাটি তাঁকে ডাকল আর পাত্রটি (সুবর্ণ পাত্র) হাতে দিয়ে বলল থালাটির পরিবর্তে যা হোক কিছু একটা দিতে। সেরিবান, দেখলেন পাত্রটি মহামূল্যবান। তাই বৃদ্ধার উদ্দেশ্যে বললেন, "মা এ থালা বহু মূল্যবান। এ কিনিবার মত অর্থ আমার নেই।" বৃদ্ধা তখন তাঁকে সেরিবার ঘটনা জানালেন। বলল, "আমার এ বাসন আপনাকেই দিব; এর বিনিময়ে আপনি যা ইচ্ছা দিয়ে যান।" বোধিসত্ত্বের কাছে তখন নগদ পাঁচশত কহাপন (সংস্কৃত কার্ষাপণ, পালি কহাপন) ছিল। তাই বৃদ্ধাকে দিলেন এবং সেই সঙ্গে সমস্ত পণ্য দ্রব্য দিয়ে কেবল মাত্র দাঁড়িপাল্লা আর সুবর্ণ পাত্রটি নিয়ে দ্রুত পায়ে নদীর তীরে এলেন। নৌকার মাঝিকে আট কহাপন দিয়ে নদী পার হওয়ার জন্য নৌকায় উঠে পড়লেন। অন্যদিকে লোভী সেরিবা বৃদ্ধার বাড়ীতে এসে সমস্ত জানতে পারলেন। তখন উর্ধ্বশ্বাসে নদী তীরে এসে দেখল সেরিবানের নৌকা মাঝ নদী পেড়িয়ে গেছে। সে চিৎকার করে নৌকা ফেরাতে বলল। কিন্তু তা আর হল না। সেরিবা পাগলের মত নদীতীরে ছোটাছুটি করতে করতে হৃদপিন্ড বিদীর্ণ হয়ে প্রাণত্যাগ করল। সেরিবান্ দান কর্মাদি অনুষ্ঠান করে সৎকার্য্যের মাধ্যমে জীবন যাপন করতে লাগলেন এবং কর্মফলানুযায়ী লোকান্তরে গমন করলেন।

কাহিনীর শেষে শাস্তা বুদ্ধ বললেন সেই সময় দেবদত্ত ছিলেন সেই অসৎ ধূর্ত ফেরিওয়ালা সেরিবা, আর ধার্মিক ও বুদ্ধিমান ফেরিওয়লা সেরিবান্ ছিলেন আমি স্বয়ং।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ ঈশানচন্দ্র ঘোষ

All India Federation of Bengali Buddhist-এর উদ্যোগে অন্য আঙ্গিকে এবারের "বুদ্ধ জয়ন্তী" উদ্‌যাপন

এবারের বুদ্ধপূর্ণিমা বৌদ্ধ মানুষদের গৃহবন্দী (Lock-down) অবস্থায় কাটল। কোভিড-১৯ এর মতো মহামারীর প্রকোপে বৈশাখী পূর্ণিমার মতো পবিত্র দিনটিও নীরবে, নিজের বাড়ীতে কিংবা একেবারে নিকটস্থ বিহারে কোনরকমে নিয়মটুকু পালন করলেন প্রত্যেক মানুষ। কিন্তু All India Federation of Bengali Buddhist তথা নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন এর উদ্যোগ এবং অনুপ্রেরণায় অনলাইনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করেছেন অনেকেই। বিভিন্নরকম ভাবনা থেকে বিভিন্ন কথা উঠে এসেছে। বিভিন্ন চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে কথায় ও বক্তব্যে। শুরুতেই বক্তব্য রেখেছেন All India Federation of Bengali Buddhist-এর সম্পাদক ডঃ সুজিত কুমার বড়ুয়া। কথায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন শ্রী রঞ্জিত কুমার বড়ুয়া। কথায় স্মৃতিতে শ্রীমতী কাজরী বড়ুয়া, কথায়-বক্তব্যে আলাপে শ্রীমতী সুষমা বড়ুয়া, শ্রীমতী রীতা বড়ুয়া, শ্রীমতী মমতা বড়ুয়া, শ্রীমতী সঙ্গীতা বড়ুয়া শ্রীমতী বন্দনা শীল ভট্টাচার্য, শ্রীমতী সোমা রায়, শ্রীমতী দেবলীনা সেন, শ্রী দীপেন্দু বড়ুয়া, শ্রী সর্বমিত্র চৌধুরী, শ্রী সুপ্রিয় বড়ুয়া। বক্তব্য রেখেছেন শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া, শ্রী নবারুণ বড়ুয়া। কবিতায় শ্রদ্ধা জানিয়েছেন শ্রীমতী সাধনা বড়ুয়া। অনুষ্ঠানটিকে অন্‌লাইন-ও দেখবার উপযোগী করে সকলের কাছে পরিবেশন করেছেন Federation এর তরুণ সদস্য শ্রী নবারুণ বড়ুয়া।

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালি বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
ও ফটো দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬-৮টা পর্যন্ত।

স্থান ঃ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র
৫০টি/১সি, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড),
কলকাতা-১৫

বিশেষ প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭
ব্লক-টি, ফ্ল্যাট-১, ৪০/১, ট্যাংরা হাউসিং স্টেট
কলকাতা-১৫

বিষয় বৈচিত্রের সমাহারে একদিন ব্যাপী আলোচনা সভা

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন (All India Federation of Bengali Buddhists)-এর উদ্যোগে বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০২০ (রবিবার) মধ্যকলকাতার পটারি রোডস্থ ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবনে বৌদ্ধ অনুরাগীদের জন্য অনুষ্ঠিত হল একটি সম্মেলন। প্রতি বছরের ন্যায় বর্তমান বছরেও তিনটি অধিবেশনের মাধ্যমে সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত এই সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল। বিদর্শনাচার্য শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবিরের তত্ত্বাবধানে সকাল ৯.৩০-১০.৩০ পর্যন্ত এক ঘন্টা "আনাপান ভাবনা'-এর মাধ্যমে শুরু হয় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন। প্রায় পঞ্চাশ জনের অধিক বৌদ্ধ অনুরাগী এই ধ্যান শিবিরে যোগদান করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল "ভারতীয় সংবিধান-ধর্মীয় ও জাতিগত বিন্যাস এবং সংরক্ষণের প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা।" এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন বঙ্গবাসী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তথা সংবিধান বিশেষজ্ঞ সম্মানীয় অধ্যাপক ড. উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। ওনার মূল্যবান বক্তব্যের মধ্যে উঠে আসে সংবিধান পাঠের প্রয়োজনীয়তা তথা ধর্মীয় ও জাতিগত বিন্যাসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এছাড়া দেশের বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী আলোচিত 'নাগরিকত্ব বিল' সম্পর্কিত বিষয়ের উপরও ওনার মূল্যবান তথ্য সম্বলিত বক্তব্য দ্বিতীয় অধিবেশনকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল। শিক্ষক ও সমাজকর্মী সম্মানীয় দিলীপ গায়েন মহাশয় সংরক্ষণের প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার উপর যুগোপযোগী বক্তব্য রাখেন। সংবিধানের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিকে আলোকপাত্র কারণ বৌদ্ধ গবেষক ও সমাজকর্মী সম্মানীয় আশীষ বড়ুয়া মহাশয়। পরিশেষে সমগ্র বিষয়ের উপর উপস্থিত শ্রোতামন্ডলীর মধ্যে একটি স্বল্পকালীন প্রশ্ন-উত্তর পর্ব আলোচিত হয়। সমগ্র আলোচনার উপর পরিসমাপ্তি বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি সম্মানীয় ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয়। এই পর্বের অনুষ্ঠানে ফেডারেশন বার্তার ৪১ তম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়।

মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতির পর দুপুর ২.৩০টায় "বাঙালী বৌদ্ধ মহিলা ফোরম"-এর উদ্যোগে শুরু হয় সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন। প্রায় তিন ঘন্টার অধিক সময় ধরে চলে এই অনুষ্ঠান। অধিবেশনের মূল বিষয় ছিল "যুগ উপযোগী সন্তান পালনে বৌদ্ধ নারীদের ভূমিকা।" অনুষ্ঠানের মুখ্য বক্তা ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা (ড.) অনন্যা বড়ুয়া এবং প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যাপিকা (ড.) শাশ্বতী মুৎসুদ্দী। অনুষ্ঠানে মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন মহেশতলা কলেজের অধ্যাপিকা দীপশিখা মুৎসুদ্দী। ওনাদের মূল্যবান বক্তব্যের মধ্যে উঠে আসে যুগ উপযোগী সন্তান পালনের জন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে উপযুক্ত শিক্ষা ও সুসংস্কারের প্রয়োজন হয়। যা তাদের মা তথা পরিবার এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দিয়ে থাকে। সমগ্র বিষয়টির উপর পরিসমাপ্তি বক্তব্য রাখেন 'বাঙালী বৌদ্ধ মহিলা ফোরম'-এর সভানেত্রী সুষমা বড়ুয়া মহাশয়া।

সর্বশেষে মনোগ্রাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একদিন ব্যাপী সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ১৫০ জন বৌদ্ধ অনুরাগী যোগদান করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থিত সুধীবৃন্দের বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

পাত্র চাই/পাত্রী চাই

১। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, উচ্চতা- 5′5″, যোগাযোগ : 9836548282।

২। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা- , সঙ্গীতে পারদর্শী। যোগাযোগ : 8420340686।

৩। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩১, উচ্চতা- ইঞ্চি। রং ফর্সা, যোগাযোগ : 9433806800, 8981682114।

৪। **পাত্র :** Class X, বেসরকারী সংস্থায় চাকুরে, উচ্চতা- , বয়স-২৯, যোগাযোগ : 8420610907 / 7980185194.

৫। **পাত্রী :** বয়স ২৭, উচ্চতা- , যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। যোগাযোগ : 9800678720।

৬। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-২৪, উচ্চতা- , ফর্সা। যোগাযোগ : 9433797013 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।

৭। **পাত্র :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.Tech. সরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-২৮, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9674600827।

৮। **পাত্রী :** B.Tech, Officer Bank of Baroda, Height : , 28 yrs, Sodepur, 24 pgs (N), যোগাযোগ : 9231530113, 8981060950

৯। **পাত্রী :** সোদপুর নিবাসী, B.Tech, সরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-২৮, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9231530113

১০। **পাত্র :** নিবাস ময়নাগড় (New Park), কলিকাতা-১৪১, বয়স-৩০, সুশ্রী, উচ্চতা- , M.Com., সরকারী চাকুরী। যোগাযোগ : 7890991230

১১। **পাত্রী :** চাকদা-নদিয়া নিবাসী রেলওয়েতে ড্রাইভার, বয়স ২৭+ উচ্চতা- । যোগাযোগ : 9432437856

১২। **পাত্র :** কলকাতা নিবাসী, সরকারী সংস্থার অফিসার, বয়স-৩৩, উচ্চতা- , শিক্ষা- BBE, LLB, যোগাযোগ : 8777638778 / 9810344356

১৩। **পাত্রী :** MA (Geog), Hooghly (ব্যান্ডেল) উচ্চতা- , 26 yrs, যোগাযোগ : 9831878247

১৪। **পাত্র :** গড়িয়া নিবাসী, MBA পাশ। কলকাতায় বেরসকারি সংস্থার Asst. Manager বয়স-৩৫, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8334870803

১৫। **পাত্রী :** বয়স ৩০, উচ্চতা , শিক্ষা-M.Com.; Dip. in Buddhist Studies, বর্তমানে Bangalore-এ MNC-তে কর্মরত। যোগাযোগ : 9231439779।

১৬। **পাত্র :** বয়স-৩০, উচ্চতা- , শিক্ষা- BBA (বেসরকারি সংস্থায় Asst. Manager), যোগাযোগ : 8981713184/8902863472।

১৭। **পাত্রী :** MA, B.Ed, Siliguri, বয়স 30 years, যোগাযোগ : 947558546

১৮। **পাত্রী :** B.Sc, উচ্চতা- , বয়স 27 yrs, Ichapur, যোগাযোগ : 9433242569

১৯। **পাত্রী :** B.Sc, উচ্চতা- , বয়স 25 yrs. Entally, যোগাযোগ : 9748908551, 9846425320

২০। **পাত্র :** বয়স-৩০, উচ্চতা- , শিক্ষা- B.Tech (JNTU, Hyderabad), বর্তমানে আমেরিকায় MBA পাঠরত। যোগাযোগ : 9000666084 / 9163934609।

২১। **পাত্র :** রিষড়া নিবাসী, বয়স-৩৪, শিক্ষা স্নাতক, পঃবঃ পুলিশে কর্মরত। যোগাযোগ : 8910211855 / 8777795707।

২২। **পাত্রী :** কলকাতা নিবাসী M.Sc., B.Ed., বয়স 24 yrs. উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9231385090।

২৩। **পাত্রী :** জামসেদপুর নিবাসী, M.Com., বয়স 31 yrs. উচ্চতা- , বেসরকারী স্কুলের শিক্ষিকা, যোগাযোগ : 9609841547।

২৪। **পাত্রী :** সোদপুর নিবাসী, B.A., বয়স 27 yrs. উচ্চতা- , উজ্জ্বল বর্ণ, যোগাযোগ : 9477673563।

সংবাদ একনজরে

● **পাকিস্তানে ধ্বংস হল বুদ্ধমূর্তি**— সম্প্রতি পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম খাইবার পাখতুনখওয়া প্রদেশে নির্মাণ কর্মীদের দ্বারা হাতুড়ীর আঘাতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হল গৌতম বুদ্ধের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি। পাকিস্তানের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের ডাইরেকটর জেনারেল মিস্টার আব্দুল সামাদ মহোদয় জানান যে গান্ধার শৈলিতে তৈরী এই মূর্তির বয়স প্রায় ১৭০০ বৎসর। তার বক্তব্য অনুসারে স্থানীয় এক ঠিকাদারের নির্দেশে তারই পাঁচজন কর্মী এই মহামূল্যবান বিরল মূর্তিটি ধ্বংস করেছে। স্থানীয় পুলিশ আধিকারিকদের বক্তব্য অনুযায়ী দোষীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, মূর্তির অংশ বিশেষ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানটিকে সংরক্ষিত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

● **অযোধ্যা সম্পর্কিত আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে**—বিগত বছরের নভেম্বর মাসে অযোধ্যা রাম জন্মভূমি মামলার রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই মামলায় অসন্তুষ্ঠ হয়ে উক্তস্থানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্তিক সামগ্রীর সংরক্ষণ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানিয়েছিল দুই আবেদনকারি। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সেই আবেদন খারিজ করল এবং একই সঙ্গে আবেদন কারীদের প্রত্যেককে একলক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হয়।

● **বে-আইনি কার্যকলাপের প্রতিবাদে দলিত যুবক প্রহৃত**—সম্প্রতি অন্ধপ্রদেশের শাসকদলের এক নেতার বালি বোঝাই লরি বেআইনিভাবে পাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় এক দলিত যুবককে মারধর করে পূর্ব গোদাবরী জেলার সীতনগর থানার পুলিশ। আহত যুবককে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে জনমানসে প্রতিবাদ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে দলিত সম্প্রদায় মানুষ প্রতিদিন নানাভাবে নির্বাতনের শিকার হচ্ছে, বিষয়টি গভীরভাবে পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন বলে বিশিষ্টজনরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

● **CBSE দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় প্রথম হল দলিত সন্তান**— ২০২০ সালের CBSE দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করল দলিত পরিবারের সন্তান তুষার জাঠব। তফশিলী জাতির চামার সম্প্রদায়ের এই সন্তান এক বার্তায় বলেছেন— আমার এই সাফল্য বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের দয়ায়। আমি এই সাফল্য "বাবা সাহেব"কে উৎসর্গ করলাম। জয় ভীম।"

আনন্দ সংবাদ

বিগত চারমাস যাবৎ আমরা গৃহবন্দী দশায় জীবনধারণ করছি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নানাবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছি প্রায় প্রতিনিয়ত। এই প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও আমাদের তরুণ বন্ধুদের উদ্ভাবনী শক্তির উপর নির্ভর করে আমরা সম্প্রতি একটি "ইউটিউব চ্যানেল"-এর শুভারম্ভ করেছি। চ্যানেলটি হল "All India Federation of Bengali Buddhists"। সকলকে চ্যানেলটি দেখার অনুরোধ করছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইতিপূর্বে আমরা ২০১৬ সালে আমাদের ওয়েবসাইট www.aifbb.org ও সূচনা করি, যা সকলের প্রশংসা লাভ করেছে।

সাধারণ সম্পাদক
All India Federation of Bengali Buddhists

ফেডারেশনের উদ্যোগে অনলাইনে "রবীন্দ্রজয়ন্তী" উদ্‌যাপিত হল

অনেকদিন আমরা পেরোলাম, কিন্তু মারাত্মক করোনা ভাইরাসের প্রকোপ আজও এতটুকু কমেনি। তবুও আমরা আশাবাদী। একদিন নিশ্চয় এই মহামারীর বিনাশ হবে। আমরা কোভিড্-১৯-এর প্রকোপে প্রথমদিকে একেবারেই গৃহবন্দী ছিলাম। এখন মানুষ অবশ্য সামাজিক দুরত্ব মেনে হাসপাতাল, অফিস কিংবা অন্যান্য কাজেকর্মে যোগ দিয়েছেন। গৃহবন্দী (Lockdown) থাকাকালীন All India Federation of Bengali Buddhist (নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন)-এর উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনকে স্মরণ করে একটি অন্‌লাইন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় এটাই, সেই অন্‌লাইন অনুষ্ঠানটিতে সুদুর দিল্লী, ত্রিপুরা থেকে শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছেন। এবং আমাদের বৌদ্ধসমাজ এই অন্‌লাইন অনুষ্ঠানটি শুনছেন। অনুষ্ঠানটিতে রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি করেছেন, শ্রীমতী অঞ্জলী বড়ুয়া, শ্রী অরূপরতন চৌধুরী, শ্রীমতী মমতা বড়ুয়া ও শ্রীমতী সঙ্গীতা বড়ুয়া, রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন শ্রীমতী মাধুরীসুধা চৌধুরী, শ্রীমতী ফাল্গুনী বড়ুয়া, শ্রীমতী রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রীমতী দেবলীনা সেন, শ্রীমতী লুনা বড়ুয়া, শ্রীমতী সুষমা বড়ুয়া, শ্রীমতী তনুশ্রী বড়ুয়া ও শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া। সেতারের তারে রবীন্দ্রনাথের গানকে সুরে বেঁধেছেন সেতারবাদক শ্রী সৌমেন ভট্টাচার্য। এই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রীমতী সাধনা বড়ুয়া।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি ভাবনা ও পরিকল্পনা ডঃ সুজিত বড়ুয়ার, যিনি All India Federation of Bengali Buddhists তথা নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের সম্পাদকও বটে। অনুষ্ঠানটিকে ইউটিউবে (All India Federation of Bengali Buddhists-এর youtube channel)-দেখবার জন্য যাবতীয় কাজের দায়িত্ব ছিল তরুণ সদস্য শ্রী নবারুণ বড়ুয়ার।

প্রয়াত পিতৃদেব বিমল কান্তি বড়ুয়া এবং
প্রয়াত মাতৃদেবী সুখী রাণী বড়ুয়ার স্মৃতিতে
ফেডারেশন বার্তার
এই সংখ্যাটির ব্যয়ভার বহন করেছেন—

শ্রীমতি সাধনা বড়ুয়া (কন্যা)

এবং

শ্রী দীপক বড়ুয়া (পুত্র)

বান্ধবনগর, দমদম, কলকাতা-৭০০ ০২৮

(বান্ধবনগর বুদ্ধ বিহারের সন্মুখে)

শুভেচ্ছা দান ঃ ২ টাকা

সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০টি/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী হইতে প্রকাশিত ও নিউ গীতা প্রিন্টার্স, কোলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত